PRANTIK GABESHANA PATRIKA
MULTIDISCIPLINARY-MULTILINGUAL-PEER REVIEWED-REFERRED-BI-ANNUAL DIGITAL RESEARCH JOURNAL
Website: SANTINIKETANSAHITYAPATH.ORG.IN
VOLUME-1 ISSUE-1 JULY 2022

অমর মিত্রের বেছানিয়া ছটগল্পত মায়া মানষির জীবন

বিশ্বনাথ বর্মন

LINK: https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2022/12/অমর-মিত্রের-বেছানিয়া-ছটগল্পত-মায়া-মানষির-জীবন-1.pdf

সংক্ষিপ্তসার: বাংলা সাহিত্যে সত্তর-আশির দশকের এক জনপ্রিয় ছটগল্পকার হইল অমর মিত্র। অর গল্পত্ সমকালীন দেশভাগের পর খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, কৃষকের দশা, ছিটমহল সমস্যা, খরা প্রভৃতির কথা উঠে আসলেও, ওর গল্পত্ মায়া মানষির চরিত্রের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। আর এই মায়া মানষির চরিত্রলা অর গল্পত্ নানাভাবে পুরুষ মানষির দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত হইসে। কুনসুমকা প্রতিবাদ করিসে, কুনসুম পুরুষ মানুষের সমান হয়ে সমাজ-সংসারত্ লড়াই করে টিকে থাকিসে। এমনকি অমার মনের প্রেমের সত্তারঅ বিকাশ হইসে। অমর মিত্র কয়েকটা ছট গল্পের মধ্য দিয়ে মায়া মানষির জীবনের এই বিচিত্র দিকটায় তুলে ধরবার চেষ্টা করিসু।

সূচক শব্দ: মায়া মানষি, মরদ, দমিয়ে, গাভুর, মোগী, পোয়াতি, বিহা, গ্রামগঞ্জে, নির্যাতিত, ছুয়া-পুয়া, বান্ধা, ভাতার, প্রতিবাদ, অভাব।

মানব সভ্যতার ধারক বাহক হিসেবে সমাজত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হইল মায়া মানষি। সভ্যতার অগ্রসনেও অমার ভূমিকা কম নাহে। তাও মানব সভ্যতার অগ্রসনের ইতিহাসত মায়া মানষির গটায় অবদানক অস্বীকার করে পুরুষ মানষিলা নিজের শক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করবা চাহাচে। পুরুষ তন্ত্র চাহাচে মায়া মানষিলাক

দমিয়ে রাখ্পা, ওমার উপর অধিকার কায়েম করবা। এইতানে মায়া মানষিলার গোটা স্বাধীনতায় কাইরে নুয়া হইসে, আর অমাক ঠেলে দুয়া হইসে রান্ধন ঘরত আর আতুর ঘরত। ওমাক প্রতিষ্ঠা করা হইসে সমাজত দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসাবে। আর অমাক যুগের পর যুগ ধরে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা হচে। জন্ম থেকেই ওমার মাথাত ঢুকায় দুয়া হচে যে পুরুষ মানষিলায় হইল সোব, ওমা যেটা কহিবে ঐটায় মানে চলবা হবে। কিন্তু মায়া মানষির মধ্যেও যে পুরুষের মত ক্ষমতা চে, সেটাক দিনের পর দিন ধরে চাপে রাখা হইসে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ এর পর থেকেই মায়া মানষির মুক্তির ভাবনা সূচনা হয়। আর আইজকার বিংশ শতাব্দীর শেষত্ অনেকটায় অগ্রসর হইসে।

এই বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের এক অন্যতম গল্পকার হইল অমর মিত্র। ওর জন্ম ১৯৫১ সালের ৩০ শে অগস্ট, ভাদর মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশর ধূলীহর গ্রামত। তবে এলা থাকছে ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতাত। ১৯৭৩ র নভেম্বরত কানুনগোর চাকরি পায় চলে যাবা হয় কোলকাতা ছাড়ে মেদিনীপুরের ভিতরের গ্রমলাত। ওঠেকার বেশির ভাগ মানষিলায় ছিল সাধারণ গরিব প্রকৃতির। আর এইতানে ওমার সঙ্গে পরিচয় হয় ঘনিষ্ট ভাবে। অমর মিত্র গ্রামের মানষিলার সঙ্গে মিশার অভিজ্ঞতায় এক সাক্ষাৎকার ত কহিসল —

> **আমি ভালোবাসা পেয়েছি তাদের অনেকের। ভালোবাসতে চেয়েছিও গাঁয়ের মানুষকে। আবার এই কারণে অপছন্দের মানুষও হয়েছিলাম চাষাভুসোর সঙ্গে বেশি মেলামেশার জন্য। সেই ভালোবাসা থেকে তাদের কথা লিখতে চাওয়া।**[১]

অমর মিত্রের এই চাকরি খান করবার সময় অক নানা গ্রাম গঞ্জে ঘুরে বেড়বা হইসে ঐতানে বিভিন্ন গ্রামের মায়া মরদের সঙ্গে পরিচয় হইসে ঘনিষ্ট ভাবে। একারণে ওর গল্পত অ নানা ভাবে মায়া মানষিলার প্রসঙ্গ উঠে আইসচে।

ভারতবর্ষের মত যে দেশত মাতৃকা দেবীর পূজা হয়ে আসচে, যে দেশত্ ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য-সঙ্গীতত্ মায়া দেবীর বন্দনা করা হয়ে আসচে যুগ যুগ ধরে, সেদেশেত্ মায়া মানষির আসল সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করতে সঙ্কোচ বোধ হবা হচে। মনু ওর "মনুসংহিতাত" মায়া মানষির সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কোহিসে —

> পিতা রক্ষতি কৌশরে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
> রক্ষতি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রর্মহতি।।[২]

অর্থাৎ মায়া মানষিলা কুমারী অবস্থায় রক্ষিত হচে বাপের দ্বারা, গভুর হয় নে বিহা হবার পর ওর রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হচে ভাতারের উপর, আর বুড়ি হয় নে অর রক্ষায় মহাদায়িত্ব নেচে অর ব্যাটা। এনঙ্গ করেই ত মায়া

মানষিলার নিজের সত্তাটা হারায় যাছে। আর অমাও পুরুষ মানষিলার নিয়ম কানুনের দ্বারা শৃঙ্খলায় বান্ধা হয় যাছে। সত্যি, হামার ভারত বর্ষের সমাজ ত বেটি-মোগী-মা এই তিন অবস্থায় যেন মায়া মানষির জীবনের পূর্ন সার্থকতা। আর এই তিন অবস্থায় মায়া মানষিলা পুরুষের দ্বারা বান্ধা থাকছে, অমার অধীনে চলবা হচে। ফলে যে অবস্থায় যে পুরুষ মানষি র অধীনে থাকছে অসুমকায় ঐ পুরুষের দ্বারা শোষিত, শাসিত, নির্যাতিত হচে। অমর মিত্রের ছট গল্পত্য় মায়া মানষিলার উপড় পুরুষ মানষির এমন নির্যাতন, শাসন, শোষণ দেখা যায়, এর পাশাপাশি সংসার জীবনে কষ্ট সাধ্য লড়াই, দুঃখ-যন্ত্রণা দেখা যায়, ইটায় খালি নাহে মায়া মানষিলার পুরুষের সমান কাম করার ক্ষমতা, বাদ-প্রতিবাদয় অর গল্পত নানা ভাবে উঠে আইসচে।

অমর মিত্রের প্রথম নেখা 'মেলার দিকে ঘর' গল্পত্ দেখা যায় পধান চরিত্র সহদেবের বেটি লক্ষ্মী, অর বহু দিনের শখ মেলা দেখাপার, কিন্তু অভাবের সংসারত সহদেবের সম্ভব হয়ে উঠেনি বেটিটাক মেলা দেখপার। অথচ একদিন মেলা দেখপার তানে নিয়ে আসে লাল শাড়ি, আলতা যেটা সংসারত নুন আনতে পান্তা ফুরায় এমন অবস্থা, সেই অভাবের সংসারত এতকিছু নিয়ে আসে বেটির জন্য। বেটিক্ নিয়ে সহদেব চলে যায় মেলা দেখপা কিন্তু লক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত আর যাবা চাহে না, কিন্তু —

> **সহদেব কঠিন হইয়া বালির উপর দাঁড়িয়ে থাকে কেননা কোমরে ওর এক কুড়ি টাকা আর জিহ্বায় গত রাত্রের অন্নের স্বাদ এখনও বর্তমান।**[৩]

আসলে সহদেবের কমরত এই টাকাটা আর অন্নের স্বাদের বিনিময় হইল লক্ষ্মী। এই তানে ত বেটিটাক না দিয়ে ত আসপা পারে না। শেষ পর্যন্ত বেটিটাক বিক্রি করে আসিল মেলার অপরিচিত মানষিলার ঠিন। এনং করেই গাভুর বেটি লক্ষ্মীক বঞ্চিত হবা হইল নিজের বাপের ঠিনা। খালি এইগ্নায় নাহে, হয়তো যে পুরুষ মানষিলার কাচত বিক্রি হইল, হয়ত অমার ঠিন ও অক ধর্ষিত, নির্যাতিত হবার হইসে বলে হামা অনুমান করবা পারি।

অন্যদিকে, যে সংসারটাত সহদেব ভাতের টাকা জগাড় করবা পারেনা মোগীর জন্য বেটির জন্য গাণ্ডির কাপড় খান দিবার পারে না, সেই জায়গায় সহদেব পাঁচটা সন্তানের জন্ম দিয়ে গিসে । নিজেরমোগীটাক যেন সন্তান উৎপাদনের কলে পরিণত করিসে। এনোঙে করে মা-বেটিক নির্যাতিত হবা হইল একঝন পুরুষ মানষির দ্বারা।

এমনি 'ভুলো মৌমাছি' গল্পত্ অ দেশ ভাগের পর খাদ্য আন্দোলনর সময় দুর্গা দাস নয় টা সন্তানর জন্ম দে। অথচ একটাক অ বাঁচপা পারে নি, খালি জন্ম দিয়েই গিসে। এমনকি যত দিন না সন্তান উৎপাদনের কল টা নষ্ট হয়, ততদিন সন্তান উৎপাদন করেই গিসে। অবশেষে শেষ সন্তান মৃত্তিকা র জন্ম হবার সময় দুর্গা দাসের মোগী মারা যায়। এমনি করে দিনের পর দিন পুরুষ মানষি টার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর থাকে, অর অধীন মত

চলতে চলতে নিজের জীবনটাকে শেষে বিসর্জন দিবা হইল। এর থেকে আর কত নির্যাতন সহিবে মায়া মানষিলা, এই পুরুষতন্ত্র সমাজের ঠিনা।

'আগুণের দিন' গল্পে দেখা যায় মায়া মানষি যে কতটা পরিমাণে পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত হবা পারে, তার এক চিত্রায়ন। একদিন সিরাজুল হঠাৎ তার মগী নাজমাক সাজিবা কহে বাপের বাড়ি যাবার তানে। কিন্তু এমন খরা রোদের দিনে, পোয়াতি অবস্থায় নাজমা যাবা চাহে না। তবে সিরাজুল লোকটা এমনই দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর, যে ওর কাথার উপর কাথা কবা গেলে যেকোনো সময় মাইরা ডাং দিতে দ্বিধাবোধ করে না। শেষে নাজমা রাজী হলেও গাড়ি ধরবার তানে অর উপর সিরাজুল জুলুম করে। পোয়াতি মানষি হয় কি আর পুরুষ মানষির মত হাটপা পারে, অথচ সেটা সিরাজুল বুঝে না। নানা ভাবে অত্যাচার করে।

এই টুকুই নাহে, সিরাজুল নাজমার দ্বিতীয় বাপের সম্পত্তিয় ভাগ চায় বসে। আইনত নাজমা এই সম্পত্তির অধিকার নাহে অয় ত অন্যের জন্মানিয়া বেটি, তাহ সুরত আলি অক বেটির মত মানষি করে বিহায় দিসে। তারপর নাজমা ভাগে না পালেও ওর মা নেছারন বিবি ত সুরত আলির মোগি হিসেবে ভাগে পাবে, সেটাও চাহে। কিন্তু নেছারণ বিবি ত ওইটুকু জমি দিয়ে পেটের ভাত জগাচে, সেতানে দিবা চাহে না। আর সিরাজুল নিজের মগীটাক নেছারণ বিবির ঠিন রাখে চলে গেলে সম্পত্তি না পাবার তানে —

লোকে বে করে কেন, শউরের সম্পত্তির জন্যি তো![৪]

মায়া মানষিলা যেন পুরুষলার ভোগ্য সম্পত্তির মত হয়ে গিসে।যখন খুশি ব্যবহার করবে, ছাড়ে দিবে। অমার নিজের সত্তা বলে যেন কিছুই নাই। ঐতানে লেখক নেছারণ বিবির মুখ দিয়ে কহাইসে —

এমন মেয়ের মা হওয়া যেমন কষ্ট, তেমনি কষ্ট মেয়ে হওয়া।[৫]

মা আর বেটি এমনি করে অসহায় ভাবে নির্যাতিত হয়ে গেল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের থিনা।

ফের 'নির্বাসিতা' গল্পত্ ধর্ম দাসের বহিনের বয়স ৩৫ বছর হবার কারণে প্রতিবেশী মানষিলার মুখে নানা রকম নিন্দা শুনবা হয়। ধর্ম দাস ওমন একটা দাদা থাকতে বহিনটার এখনও বিহা দিবা পারে নি। এমন কাথা শুনে শুনে ধর্ম দাসের কাছত্ রত্না যেন বঝার মত হয় যায়। রত্নার দাদা বৌদিরা বিরক্ত হয়ে মনে করে কেদ্দিন বিদায় করা যাবে । এইতানে শেষ পর্যন্ত রত্নাক বিহায় দে ৪৫ বছরের রুগ্ন, অসুখ ধরা ব্যাটাছাওয়ার সঙ্গে। আর কয়েক বছর পরেই রত্নার বেটি হয়, রত্নার ভাতারও মারা যায় এনং করেই একটা শিক্ষিত গাভুর বেটি ছাওয়ার জীবন নষ্ট হয়ে গেলে । ঐতানে ধর্মদাসার প্রতিবেশী অলকা আঙ্গুল তুলে কহিসল —

ওই রত্নার, রত্নার সব ঘুচে গেছে, স্বাদ-আহ্লাদ, কি পাষণ্ডরা ওরা![৬]

লেখক এটায় দেখাইসে যে একজন শিক্ষিত গাভুর বেটিছাওয়া আইজ দাদা নামক পুরুষ মানষিটার অধীনে বান্ধা থাকায় অর জীবনের সব আশা- আকাঙ্খা আইজ ধুলায় মিশে গেল। এমনকি বয়স অল্প বেশি হলেই সমাজ অ যে কেনোং চোখে দেখে তাও তুলে ধরিসে লেখক। এমনি করে মায়া মানষিলা পুরুষের অধীনে বান্ধা থাকায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নির্যাতিত, দলিত হয়ে চলচে।

অমর মিত্রের ছট গল্প ত মায়া মানষিলা যে কেবল দলিত আর লাঞ্ছিত হইসে তা নাহে, অমর মিত্র ইটাও দেখাইসে যে মায়া মানষিলার অ পুরুষের মতয় ক্ষমতা চে। অমাও পুরুষের মতোয় কাম করবা পারে, সমাজত লড়াই করে টিকে থাকপা পারে। 'ডাইন' গল্পে দেখি কীর্তনীয়াশোলের সাধারণ মানষিলা যখন জমিদার বাবুলার দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত হয়, অসুমকা রক্ষা করার মত প্রতিবাদী লোক একমাত্র হরিনায়েকই ছিল । আর হরিনায়েকক সগায় ভয় করিসল। জমিদার বাবুলার সঙ্গে লড়াইয়ে একমাত্র হরিনায়েক এ ছিল নি, অর মগী অ সমানভাবে লড়াই করিসে। যেদিন হরি নায়েক মারা যায়, সেদিন ওর মগী কান্নাকাটি না করে হরিনায়েকর মরা দেহটাক নদীর বালুচরত পতায় দিয়ে লাল শাড়ি পরে মাথাত সিঁদুর, শাঁখা নিয়ে বাড়ি যায়। কারণ অয় যদি বিধবার সাজ করে তবে —

কীর্তনীয়াশোলের বাবুরা বাঘ হয়ে উঠবে উঠবে । ছিঁড়ে খাবে মানুষগুলোকে।[৭]

গ্রামের গটা মানষিলাকে রক্ষার জন্য এমন দুঃসাহস নিয়ে ঘুরে বেড়ায় হরিনায়েকর মগী এতানে —

বাবু গণ রটায় সোমত্ত বউটার চরিত্তির খারাপ, ডাইন হয়ে যাচ্ছে।[৮]

আসলে হরিনায়েকর মগীটা ত ডাইন নাহে, অয় হইল সমাজের দুঃসাহসিক প্রতিবাদী মায়া মানষির প্রতীক।

"বাদসা ও মধুমতী" গল্প ত দেখাইসে পুরুষ মানষিলার মত এক মায়া মানষির সংসার চলাইবার দুঃসাহসিক ছবি। সংসার চালাইতে মায়া মানষিলাক যে কেবল মরদ টার উপর নির্ভর করে চলবা হবে তা নাহে। একঝন মরদের মত এক মায়া মানষিয় সংসার চালবা পারে। ইখান গল্পত পুরুষ মানষিটাও যেখান পারে নি, মায়া মানষিটা হয়ে উখান করে দেখাইসে। আর মরদ টা মায়া মানষির মত ঘরত্ থাকিসে। সেই দুঃসাহসিক মায়া মানষিটা হইল জবা মাঝি।

হামার ঘরের কাথা হইল যে মায়াটা ঘোরত্ থাকপে, ভাত রান্ধিবে, ছুয়া-পুয়ালা মানষি করবে। আর মরদ টা বাহিরত যায় উপার্জন করে আনবে। কিন্তু এঠেনা তার উল্টা। জবা মাঝির বিহা নি হইতে বাপ মরলে যেনং সংসার টা চালাইসে, তেনোঙে ভাতারের ঘরত্ আইসেও অভাবের সংসারটা চোলাইবার দায়িত্ব নিসে। জবা মাঝি সংসার টা চালাইবার তানে মরদের মত বাহিরের গ্রামত্ যাত্রা করে বেড়াইসে । অর এমন অবস্থা —

দাদা আমি গরীব চাষার মেয়ে, গরীব ঘরের বউ, ঘরে ভাত নাই, অন্ন নাই...।[৯]

এমন অভাবের দিনত্ জবা মাঝি পুরুষ মানষির মত উপার্জন করিসে, নিজের ইজ্জত বজায় রাখেনে। আর ভাতার টাক ঘরত্ বসায় রাখিসে, নিজের উপার্জনের টাকা খিলাইসে। এনং করেই জবা মাঝি পুরুষের সমান, কহা যায় তার থেকেও বেশি ক্ষমতার পরিচয় দিসে।

অমর মিত্রের ছট গল্পত্ যে কেবল মায়া মানষিলা নির্যাতিতয় হইসে তা নাহে, প্রতিবাদ ও করিসে, মরদের মত সমাজ সংসারত্ লড়াই করে চলিসে। ইটায় নাহে অমার ভিত্রত্ যে প্রেমের য় একটা সত্তা ছে সেটাও অমর মিত্রের গল্পত্ তুলে ধরিসে। 'সপ্তডিঙ্গা' গল্পত দুই পধান মায়া মানষি গৌরী আর সারি, এই দুই জনের বিহা করার যে প্রেম সত্তা টা ছিল তারই ব্যার্থতার গল্প হইল ইটা । গৌরীর বিবাহের জন্য ওর বাপ ৩৩ র উপর চিঠি নেখিসে বিজ্ঞাপিত বিহার যোগ্য দুলাহালাক। কিন্তু কুনো ফল হয় নি। গৌরীয় অনেক চিঠি নেখিল, তাতেও কুনো সাড়া নাই, শেষ পর্যন্ত সারির য় একেই দশা হইল। দুই বোহিনের বিবাহের স্বপ্ন টা স্বপ্ন হয়েই থাকে গেল।

অন্যদিকে গৌরীর বন্ধু চম্পা ছিল ভিন্ন ধরনের। সমাজত্ ব্যাটা ছাওয়ালায় যে কেবল মায়া মানষিলাক ভালো বাইসেও প্রত্যাখ্যান করবা পারে তা নাহে, মায়া মানষিলা ও পারে।মায়া মানষিলা যে অত কম দরের নাহে সেটাও বুঝায় দিসে —"মেয়েরা কি অত সস্তা!" সমাজত্ আগে হামার ধারণা ছিল, বিহার ক্ষেত্রে বেটাছাওয়া টায় পছন্দ- অপছন্দের কাথা কবা পারে, বেটি ছাওয়াটা ভালো- মন্দ, পছন্দ- অপছন্দ কহার অধিকার নাই, বাপ যার সঙ্গে বিহায় দিবে ওটায় শেষ। কিন্তু বেটি ছাওয়ার ও যে সেই স্বাধীনতা টা ছে তা দেখা যায় চম্পার মাঝত্ —

একটা পুরুষ মানুষকে নির্বাচিত করবে কি করবে না, সেই কথা বলার ক্ষমতা রাখত চম্পা।[১০]

আগে হামরালার ধারণা ছিল যে মায়া মানষিলা কেবল ঘরত্ ঢুকে থাকপে, রান্ধিবে-বাড়িবে, আর ছুয়া-পুয়ালাক মানষি করবে, অমার কুন স্বাধীনতা নাই, পড়াশোনার দরকার নাই, পুরুষ মানষিলার অধীনে থাকপে, অমার কাথা মত চলবে। এমন ধারণা টা যে আইজকার সমাজত্ পরিবর্তন হইসে সেটা অমর মিত্রের গল্প থেকেই বুঝা যায়। কেননা সাহিত্য ত সমাজের দর্পণ, এইতানে সমাজের সেই পরিবর্তন টাও নানা ভাবে অমর মিত্রের

ছট গল্পত্ উঠে আইসছে। তবে গটাটায় যে পরিবর্তন হইসে তাও নাহে, এখন অ মায়া মানষিলার অনেক স্বাধীনতা থাকলেও পুরুষ মানষির দ্বারা নির্যাতিত ধর্ষিত হয়েই চলেছে। এমন শাসন, শোষণ, নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট, বাদ- প্রতিবাদ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে লড়াই, অন্তরের প্রেমের সত্তার বিকাশ এমন বিচিত্র মায়া মানষির জীবন দিয়ে অমর মিত্রের গল্প সার্থক হয়ে উঠিসে।

তথ্যসূত্র:

১। 'অমর মিত্রের সাক্ষাৎকার : ঝলক একটি বিন্দু থেকে গল্প শুরু করি, সে যেন এক অজানার দিকে যাত্রা শুরু হয়', সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী — কুলদা রায় , শুক্রবার, ৪ অক্টোবর, ২০১৩ । লিঙ্ক : **https://www.galpopath.com/2013/10/blog-post_8617.html?m=1**

২। 'মনু সংহিতা', পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০০।

৩। 'শ্রেষ্ঠ গল্প', অমর মিত্র, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১২, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা ৭।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫১।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা ১৩১।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা ২৩।

৮। তদেব।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৯৮।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৭।

লেখক পরিচিতি:

বিশ্বনাথ বর্মন : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী থেকে বাংলায় যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক।